বাংলা উপন্যাসে উত্তরবঙ্গ

অর্নব সেন

বাংলা সাহিত্যে উত্তরবঙ্গ নিয়ে লেখালিখি হয়ে আসছে ১৯৪৭ এর আগে থেকেই। উত্তরবাংলা পশ্চিমবঙ্গরাজ্যেরই উত্তরপ্রান্তের ৬টি জেলা নিয়ে এক বিশেষ অঞ্চল। উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তের হিমালয় ছুঁয়ে, তিস্তা - মহানন্দা- সংকোষ - রায়ডাক নদীগুলো থেকে সমতলের গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এখানেই জানিয়ে দেওয়া যায় উত্তরবঙ্গে তিনটি জেলা দার্জিলিং - জলপাইগুড়ি - কোচবিহার নিয়ে একটি খন্ড অংশ। আবার মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নিয়ে আরেকটি অংশ। যাঁরা দীর্ঘ সময় উত্তরবঙ্গে বসবাস করেন তাঁরা বুঝতে পারেনউত্তরবঙ্গের এই দুটি খন্ডের মধ্যেও নানা দিক থেকে ব্যবধান ও বৈষম্য আছে। তবে একথা মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক সামাজিক, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে উত্তরবঙ্গের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আগেও ছিল এখন ও আছে। পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে থেকেও উত্তরের এই স্বতন্ত্র মহিমার পরিচয় উত্তরবঙ্গ ঝিবিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন ইত্যাদি থেকে হাসপাতাল, ব্যাঙ্কএবং নানা সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ নাম যুক্ত হয়েছে। কলকাতা - কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য মূলত শিষ্ট সাহিত্যকেই বেশি গুত্ব দেয়। তবে ভারতের গোটা পূর্বাঞ্চল,উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আর্থ- সামাজিক অবস্থার কেন্দ্রভূমি কলকাতা। তাই কলকাতাকে বাদ দিয়ে অন্যান্যঅনেক কিছুর মতোই সাহিত্য চর্চার কথাও প্রায় ভাবা যায় না। অবশ্য বিগত তিরিশ - চল্লিশ বছর ধরে উত্তরবঙ্গেও ত্রমে ত্রমে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার একটা স্বতন্ত্র প্রয়াস দেখা দিচ্ছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়পর্বত, বন - অরণ্য, নদী- উপনদী - শাখানদী এবং প্রকৃতির বিপুল বৈচিত্রের পাশাপাশি বহু বিচিত্র জাতি জনজাতি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটা অন্যরকম চিন্তা ভাবনা দেখা দিচ্ছে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধএবং অন্যান্য রচনার পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় উপন্যাস চর্চা। আমাদের বিষয় অবশ্যই উপন্যাসচর্চা এবং বিশেষ ভাবে বাংলা উপন্যাস। তাই এই অঞ্চলের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নেপালি, হিন্দি বা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা - উপভাষা- বিভাষার লেখার বিষয় বর্জিত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বুকে বসবাস করে এ অঞ্চলের পটভূমিতে উপন্যাস চর্চা করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই উত্তর বঙ্গে এসেছেন জীবন ও জীবিকার টানে। আবার উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ লেখকই ওপার বাংলার ছিন্নমূল মানুষ, আর আছেন তাঁদেরই পরবর্তী প্রজন্ম। আবার এক শ্রেণীর লেখক পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা বা কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষ। তাঁর উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক পটভূমিএবং এখানকার জনসমাজকে ব্যবহার করেছেন। তৃতীয় আর এক জাতের লেখক আছেন যাঁরা জীবনের একটা বড়অংশ উত্তরবঙ্গে কাটিয়ে পরে কলকাতাবাসী হয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস মানেই আঞ্চলিক উপন্যাস নয় তবে আঞ্চলিকতার একটা স্বতন্ত্র স্বাদ আছে, যা উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাসগুলিতে কমই লক্ষ্য করা যায়। 'কবি বা ঔপন্যাসিকের রচনায় যখন কোন বিশেষ দেশাঞ্চলের জীবনযাত্রা রীতিনীতি সমাজ প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক অখন্ড নিবিড়তায় ও সর্ব ব্যাপী তাৎপর্যে রূপ পায়, তখনই আমরা সেই সাহিত্যকে আঞ্চলিক আখ্যায় অভিহিত করি।' (সাহিত্যের খবর পত্রিকার 'আঞ্চলিক সংখ্যা'র শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত প্রবন্ধের অংশ। (প্রথম প্রস্তাব)। বাংলা সাহিত্যের দর্পণে উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত এলাকা উপন্যাসে কতটা কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে সেই বিষয়টিই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

উত্তরবঙ্গে যে বৈচিত্র্যময় পটভূমি ও জনসমাজের অস্তিত্ব আছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় গঙ্গা - বিধৌত সমভূমি থেকে উত্তরের জলপাইগুড়ি - ডুয়ার্স এবং হিমালয় - সংলগ্ন এলাকার অরণ্যভূমিতে, চা অঞ্চলে এবং কৃষি নির্ভর বহুবিচিত্র জাতিও জনজাতির মধ্যে। শুধু জলপাইগুড়ি জেলায় একশো একান্নটি মাতৃ ভাষা আছে এবং ভারতে প্রচলিত প্রধান চারটি ভাষা পরিবারের, অর্থাৎ আর্য, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং ভোট বর্মী এই চারটি ভাষা পরিবারেই আছে একশো একটি ভাষার ব্যবহার। শুধু জলপাইগুড়ি জেলা 'বহুভাষা-ভাষী' জেলা (Multi- Lingual district) নয়, এই লক্ষণ কিছুটা কম হলেও অন্য জেলাতেও লক্ষ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্য বহু লেখক লেখিকাকেইউপন্যাস চর্চায় আগ্রহী করেছে। তবে উত্তরবঙ্গে সাহিত্য চর্চা গল্প কবিতা নিয়ে যতটা বেশিমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়, উপন্যাস চর্চার ক্ষেত্রে সেই শক্তি ও উদ্যম অনেকটাই কম মাত্রায় প্রতিফলিত। যাই হোক, উত্তরবঙ্গ বা উত্তর বাংলা সমার্থক ধরে এগোতে চাই।

বাংলা সাহিত্যে উত্তরবাংলার আঞ্চলিক রূপচিত্র ব্যবহারে এখন আগ্রহ কিছুটা বেশি। তবে স্বাধীনতা - পূর্ব কালে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটের ব্যবহার কমই ছিল। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে তিস্তা নদী এবং উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটের ব্যবহার কমই ছিল। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে তিস্তা নদী এবং উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপট জনসমাজ ইত্যাদি পরিচয় দিয়েছিলেন। ইতিহাসের পাথুরে বাস্তবতা এই উপন্যাসে নেই। তবে দেবীগঞ্জ, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল, ত্রিস্রোতা নদী ইত্যাদি একালেও বহু - পরিবর্তিত। দেশবিভাগে পরবর্তিকালে ভৌগোলিক এবং সামাজিক অবস্থাও বদলে গেছে। ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নদীও তার নাব্যতা হারিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চর্চার মধ্যে গল্পে, চিঠিপত্রে, কবিতায় দার্জিলিং, কালিম্পং, মংপু ইত্যাদি জায়গার কথা থাকলেও উপন্যাসে তা প্রতিফলিত হয়নি। অন্যান্য অনেকের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে।

বাংলা সাহিত্যে দার্জিলিং পাহাড়ের পট ভূমিতে একটা সময় সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক নিরঞ্জন মজুমদার 'রঞ্জন' ছদ্মনামে লিখেছিলেন 'শীতে উপেক্ষিতা'। শীতকালে প্রায় জনশূন্য দার্জিলিং নিয়েই এই উপন্যাসের বিস্তার। তবে জলপাইগুড়িতে অধ্যাপনার সূত্রে থাকার সময় নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় তার 'উপনিবেশ' উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার লেখক ভূপেন্দ্রমোহন সরকার জলপাইগুড়িতে থাকার সময় লিখেছিলেন 'দ্বান্দ্বিক' উপন্যাসটি। কোচবিহারের জানকী বল্লভ বিশ্বাস ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের 'শোভা' নামে একটি সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন। বাংলা-সাহিত্যে দেশীয় রাজ্য হিসেবে কোচবিহার এবং তাঁর রাজপরিব

ারে সাহিত্য চর্চার বিশেষ অবদান আছে। উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেই তার পরিচয় বেশিমাত্রায় পাওয়া যাবে। জানকীবল্লভ 'শোভা' ছাড়াও আরও কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র ঘোষাল লেখেন 'অভিমানিনী', মানীন্দ্রনাথ মিত্র লেখেন 'বন্দরের কাল হল শেষ' জীবন দে রচিত উপন্যাস 'এক যে ছিল দারোগা, ধর্মনারায়ন বর্মার ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মহাবীরচিলা রায়' ত্রিশঙ্কুর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'প্রেমবল্লরী'। প্রবোধ চন্দ্র পাল উদ্বাস্তু কৃষকদের লড়াই নিয়ে লিখেছিলেন'শঙ্খ হৃদয়'। রামধন চৌধুরীর উপন্যাস 'ফুলমতীর শ্যাখ আখাশ'। পাশাপাশি অমৃত- লাল সরকার রাজবংশী ভাষায় লেখেন 'শব্দের মিছিল' উপন্যাস। প্রবোধ চন্দ্র পালের লেখা 'শঙ্খ হৃদয়' উপন্যাসটিকে (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) অনেকে যথার্থ আঞ্চলিক উপন্যাসের নানা বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাস বলে মনে করেন। কোচবিহারের দিনহাটা অঞ্চলের এই বাসিন্দার লেখায় রাজবংশী সমাজের অতীত ও বর্তমান সমস্যা উজ্জ্বল। দুঃখের বিষয় এই লেখক অকাল প্রয়াত। এক সম্ভাবনায় মৃত্যু সেই সঙ্গে।

অমিয়ভূষণ একমাত্র লেখক যিনি, উত্তরবঙ্গে মাটিতে বসবাস করেও সৃষ্টির বৈচিত্র্যের, সমাজ নিষিদ্ধ দেহসম্পর্ক, জটিল মনস্তত্ত্ব চিত্রণে, বিশেষ শৈলীনির্মাণে অতুলনীয়। কোচবিহার জেলা প্রসঙ্গেই অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে আধুনিক কালের খানিকটা স্বতন্ত্র ধারার লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদারের নাম। অমিয়ভূষণ মজুমদার জীবনের সবটুকুই কাটিয়ে গেছেন কোচবিহার শহরে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে থেকেও তাঁর বিচিত্র স্বাদের উপন্যাস ও গল্প লিখে গেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেইসব উপন্যাসের প্রেক্ষাপট এবং চরিত্র ও জীবন চর্যা উত্তরবঙ্গ - নির্ভর। এভাবেই হয়েছে 'গড় শ্রীখন্ড', 'নয়ন তারা' নীল ভুঁইয়া' (১৯৫০), 'দখিয়ার কুঠি' 'নির্বাস' 'মহিষকুড়ার উপকথা' 'উদ্বাস্তু' 'মাকচক হরিণ' 'রাজনগর' 'মধুসাধুখাঁ' 'ঝি মিত্তিরের পৃথিবী' 'ট্রাজিডির সন্ধানে' 'অতি বিরল প্রজাতি' ইত্যাদি। শক্তিশালী অথচ বিতর্কিত এই লেখক নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা হয়েছে। অমিয়ভূষণ প্রয়াত কিন্তু তাঁর বহু সাক্ষাৎকারের মধ্যেই তিনি রেখে গেছেন বিতর্কের বীজ এবং আছে কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অশ্রদ্ধা ও দ্বেষ! তাঁর উপন্যাসে একদিকে জমিদার ও অভিজাত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের ব্রাত্য জনগণের জীবনবৃত্ত প্রতিফলিত, কিন্তু যৌন সম্পর্কের জটিলতা প্রায়ই স্পষ্ট।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে উত্তর বাংলায় বসবাস করে অথবা বর্তমানে কলকাতার থেকে যাঁরা উপন্যাস চর্চা করছেন তাঁদের মধ্যে জলপাইগুড়ির প্রয়াত দিনেশ চন্দ্র রায়ের উপন্যাস 'সোনপদ্ম'। এই উপন্যাসে পূর্ব বাংলা ত্যাগের বিষন্নতা প্রতিফলিত। জলপাইগুড়ির আর একজন প্রয়াত সুরজিৎ বসু (১৯২৯ - ১৯৬৩)। শক্তিশালী এই লেখক জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক ও বাণিজ্যিক পত্র - পত্রিকায় লেখালিখি করেননি। অভাব ও দারিদ্র্য নিয়েও লেখা আর পড়াতেই গোটা জীবন ব্যস্ত থেকেছেন। অকাল - প্রয়াত এই লেখকের প্রথম উপন্যাস 'অবতামসী' ছাপা হয়েছিলবই -আকারে। এই উপন্যাসটিকে কুশল লাহিড়ী (কার্ত্তিক লাহিড়ী) বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রতীপ উপন্যাস অর্থাৎ 'Anti Novel' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। আসলে উপন্যাসটিতে ১৯৬০ এ প্রকাশিত হলেও কাম্যু, সার্ত্র ইত্যাদি কথিত অস্তিবাদী দর্শনের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। সুরজিৎ বসুর 'দাঁড়াবার জায়গা' অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রচনা হলেও বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। 'শেষ রাত্রির স্বপ্ন' 'কড়ির পাহাড়' ইত্যাদি উপন্যাস বই আকারে প্রকাশ পায়নি' বলেই বাংলা সাহিত্য একটা বিরাট প্রতিভার অসম্পূর্ণ পরিচয়টুকুই পেয়েছে।

কাছাকাছি সময়ের লেখক দেবেশ রায় দার্জিলিং চা বাগানের প্রেক্ষাপটে লিখেছেন 'মানুষ খুন করে কেন'। তবে এ উপন্যাসে চা অঞ্চলের বাস্তবতা এবং তাঁর নিজস্ব সমাজ ও উপন্যাসে তিস্তা তীরবর্তি জনসমাজের কঠোরবাস্তবতাকে অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে প্রতিফলিত করেছেন। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ডুয়ার্সের বৃত্তান্ত নয়— বরং উত্তর বাংলার জলপাই - ডুয়ার্সের কৃষিভূমি, সেখানকার নদী, মানুষ মধ্যবিত্ত, শোষক ও শোষিত সম্প্রদায়ের কথা এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' প্রকৃত পক্ষে তিস্তাপারের জনজীবনের বৃত্তান্ত এবং তার মধ্যে মিশে আছে রাজবংশী সমাজের নানা পরিচয় এবং রাজনীতি এবং অর্থনীতি। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নানা দিক থেকেই বৃহৎ ওমহৎ সম্ভাবনাময় উপন্যাস হলেও এই উপন্যাসে অনিবার্যভাবেই থেকে গেছে নানাবিতর্কিত এবং কিছুকিছু একান্ত ব্যক্তিগত মতাদর্শ, সেগুলির সঙ্গে হয়ত শেষ পর্যন্ত অনেকেই একমত হতে পারবেন না। হলদিবাড়ির অণ নিয়োগীর 'রাক্ষসী তিস্তা' অবশ্য শিল্পগত দিক থেকে পূর্ণতা পায় না। পরিচিতিও কম।

উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে দেবেশ রায় সাধারণত লিখতে চাননা। তাঁর অনেক উপন্যাসেই উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলার কথা ঘুরে ফিরে আসে। তবে জলপাইগুড়ি শহরেই যাঁর শৈশব কৈশোর এবং যৌবনের অনেকটা সময় কেটেছে তিনি সুরজিৎ দাশগুপ্ত। তাঁর 'বিদ্ধকরো' পরিবারিক এবং কিছুটা আত্মজৈবনিক উপন্যাস। জলপাইগুড়ির জনপদ বর্ণনা ব্রাহ্ম সমাজের কথা, হাসপাতালের বর্ণনা ইত্যাদি এখানে আছে। জলপাইগুড়ির সেযুগের একমাত্র লেডি ডাক্তারের কনিষ্ঠ সন্তান সুরজিৎ দাশগুপ্তের উপন্যাসের বর্ণনায় আছে জলপাইগুড়ির করলা নদীতে নৌকো ভাসিয়ে পুজোর ভাসান বর্ণনা, রাজবংশী পাড়ার বর্ণনা, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের শহর বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেকালের উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহর। সুরজিৎ দাশগুপ্তের একাধিক উপন্যাস থাকলেও এই উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের এক মফস্বল শহরে প্রায় পঞ্চাশ - ষাট বছর আগের হারানো অতীতকে স্পষ্ট করে তোলে।

এখানেই উল্লেখ করতে হয় একটা সময় প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক কার্ত্তিক লাহিড়ী এই শহরেই বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন চাকরি সূত্রে। তবে জীবনের পরবর্তি পর্বে আগরতলার পর কলকাতাবাসী। কিনি জলপাইগুড়ি ছাড়ার পর অন্তত চোদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন। 'দশরথ নামে একজন', 'যুবক' 'সৈকতে নির্জন শরীর' 'শনি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় বিরল নয়। তবে তা গুত্ব পায় না।

বীরেন্দ্র বসু ১৯৪৯ সালে, চা অঞ্চলের পটভূমিতে লিখেছিলেন গল্প এবং উপন্যাস। 'চা মাটি মানুষ' উপন্যাসে চা বাগিচার শ্রমিক কর্মচারী এবং অন্যান্যদের জীবন স্রোত স্পষ্ট হয়েছে। তবে শেষ বয়সে কলকাতাবাসী হয়ে সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করবার সময় পাননি। তবু একটা সময় তিনি ছিলেন সু-প্রতিষ্ঠিত বড় পত্রিকার লেখক। চা বাগান নিয়ে এক মহিলা লেখেন 'রঙঝুরি' উপন্যাস। কানাইবল্লভ গোস্বামী লেখেন 'রিভারভিউটি এস্টেট।' তবে উপন্যাস হিসেবে তা ব্যর্থ।

বাংলা সাহিত্যে সু - পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠিত লেখক সমরেশ মজুমদার। চা বাগানের সঙ্গে তাঁর পরিবারেরতিন পুষের সম্পর্ক । তাঁর শৈশব কৈশোর এবং যৌবনের অনেকটা অংশই কেটেছে জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সে ও শহর জলপাইগুড়িতে। পরে কলকাতাবাসী হলেও কখনোই ভুলে যাননা উত্তরবাংলা এবং ডুয়ার্সকে। তাঁর গল্পে উপন্যাসেবার বার ঘুরে আসে চা-অঞ্চল, অরন্য, অরন্য - নির্ভর মানুষ এবং চা- অঞ্চলের বিচিত্র জনজাতি ও আদিবাসী সমাজ। প্রথমদিকের লেখা 'বাসভূমি' চা বাগানের মদেশিয়াদের নিয়ে লেখা। বড়মাপের উপন্যাস 'উত্তরাধিকার'। 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসে আছে গয়েরকাটা চাবাগান এবং শহর জলপাইগুড়ি অসংখ্য টুকরো টুকরো বাস্তব ছবি। 'কালবেলা' এবং 'কালপুষ' উপন্যাসেও উত্তরবঙ্গ এবং জলপাইগুড়ির কথা আছে। সমরেশের উপন্যাসে 'স্বর্গছেঁড়া চাবাগান আসলে গয়েরকাটা চাবাগান। সমরেশ মজুমদারের 'গর্ভধারিনী' উপন্যাসের চারটি চরিত্র শিলিগুড়ি ছুঁয়ে চলেযায় লেখকের স্বপ্ন রাজ্যের পাহাড়ে। নায়িকা জয়িতা এক সৃষ্টি ছাড়া চরিত্র। লেখকের 'সাতকাহন' উপন্যাসেও গোড়ার দিকে চা বাগান ও জলপাইগুড়ি শহর মুখ্য। তবে ব্রাত্যজনের কথা তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য পায় না।

জীবন সরকার এখন কলকাতার বাসিন্দা হলেও জলপাইগুড়ি— ডুয়ার্সের ধুবগুড়িতে তাঁর জীবনের একটাপর্ব কেটেছে। এখানকার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তাঁর উপন্যাসে উত্তরবাংলার ডুয়ার্স অঞ্চলের নানা জায়গা এবং এখানকার গ্রামীণ জনজীবন প্রাধান্য পায়। অনেক গল্পের মত উপন্যাসেও আছে কাছাকাছি মানুষ ও প্রকৃতির বাস্তব ছবি ডুয়ার্সের গ্রামীণ জীবনে তিনি খুঁজে পান ফেলে আসা পূর্ব বাংলার অস্পষ্ট সান্নিধ্য। জীবন সরকার গ্রামবাংলার বর্ণনার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি আন্তরিক। তাঁর উপন্যাসে উত্তর বাংলার কথা বার বার ঘুরে ফিরে আসে। 'নদীর নামে নাম' 'বামনহাটি প্যাসেঞ্জার' 'রাস্তায় রক্তের দাগ' (রহস্য উপন্যস), 'উদল

াবাড়ির হাতি' (ছোটদের) 'ভালোবাসার পর' 'অনেক জীবন' 'প্রিয় হাওয়া', 'সন্ধ্যা - সকাল', 'প্রত্যাখ্যান', 'মেহনতি', 'চা বাগানে রক্ত' প্রভৃতি তাঁরউল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তাঁর 'নদীর নামে নাম' উপন্যাসের পরের খন্ডগুলি লেখার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা অপ্রকাশিত থেকে যায়।

সমীর রক্ষিত বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত লেখক। শৈশব ও যৌবন কেটেছে জলপাইগুড়ি শহরে। তাঁর অনেক লেখাতেই উত্তর বাংলার জলপাইগুড়ি শহর, ডুয়ার্স এবং কাছাকাছি এলাকার আঞ্চলিকতার ছবি পাওয়া যায়।বিশশতকের ষাটের দশকের লেখক পেশায় স্থাপত্য বিদ্যার অধ্যাপক হয়েও বাংলা কথাসাহিত্যে ব াস্তবধর্মী প্রগতিশীল গদ্য চর্চার পরিচয় দিয়েছেন। দেশ - আনন্দবাজারের ধারার সঙ্গে প্রথমদিকে যুক্ত থাকলেও পরে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন বিপরীত স্রে াতের ধারায়। এক কথায় সামাজিক দায়বদ্ধতায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। তাঁর নিজের কথা 'লেখক শিল্পী অনেকেই সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাস করেন, অনেকে করেননা, আমি করি।' (প্রস্তুতি-পর্ব/ দেশসাহিত্য সংখ্যা)। তাঁর অনেক গুলি উপন্যাসের মধ্যে 'জটিল জলস্রোত', 'আত্মরক্ষার অধিকার', 'মহাপৃথিবীর মানুষ', 'দুখের আখ্যান', 'সীমানার শেষ নেই' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'জটিল জলস্রোত উত্তরবাংলার জলপাইগুড়ি শহরের পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গে সত্তরের দশকের অন্ধকার দিনগুলোর পরিচয় দেয়। তবু এর মধ্যেই একটা পা খোঁড়া নিয়েও জটিল জলস্রোতে ভেসে ওঠে বিভু। সমীর রক্ষিতের বেশ কিছু গল্পে এবং উপন্যাসেও এই সমাজ সচেতনতার পরিচয় আছে। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস হলেও তাঁর সমাজ - সচেতনতা এবং বাস্তবতার পাশাপাশি শিল্পবোধগোপন থাকে না।

কোন কোন লেখক বাইরে থেকে এসেও দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় তাদের লেখায় পাওয়া যায়। একটা সময় অভিজিৎ সেন দীর্ঘকাল বসবাস করেছিলেন দিনাজপুর এবং মালদহ এলাকায়। তাঁর প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য রচনা 'দেবাংশীর' নাট্যর ূপ বাংলা মঞ্চে সুপরিচিত। তাঁর 'রহচন্ডালের হাড়' উপন্যাস ব্রাত্য সমাজের এক বস্তুনিষ্ঠঅনুসন্ধান পর্ব। এই উপন্যাস বিঙ্কম পুরস্কারের জন্যই নয়, এক বিশেষ অ াঞ্চলিকতার বাস্তব চিত্র হিসেবে ও বিরল সৃষ্টি। তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'অন্ধকারের নদী'। এভাবেই বালুর ঘাটে কাটিয়ে গেছেন গল্পকার ও উপন্যাসক ার ভগীরথ মিশ্র। তবে তাঁর লেখালিখিতে উত্তর বাংলা তেমনভাবে নেই।

তুষার চট্টোপাধ্যায় রেলে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন উত্তরবাংলার আলিপুর দুয়ার শহরে। এখানে বসবাস করতে করতে এখানকার জনজীবনের সঙ্গে মিশে গেছেন। ফলে তাঁর অনেক লেখাতেই উত্তরবাংলার মানুষের জীবনযাপন, সমাজের অবক্ষয় ও ভাঙনের বিচিত্র ছবি ফুটে ওঠে। এখন পর্যন্ত তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'অনুপ্রবেশ' জীবন আঁধার' 'বিপন্ন' 'জীবনের চিত্রনাট্য' প্রভৃতি। 'অনুপ্রবেশ' উপন্যাসে সত্তর নকশাল বাড়ির রাজনৈতিক আন্দোলনে সীমাবদ্ধতার কথা একেবারে শেষ পর্বে পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে আলিপুরদুয়ার, নিমতি ঝোরা চা বাগান, জয়ন্তী ইত্যাদি এলাকার বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও বিশেষ প্রাধান্য পায় উত্তর সীমান্ত রেলশহরে, এখানকার নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের টানা পোড়েন এবং মানুষের প্রেম - ভালবাসা - স্নেহমমতা ইত্যাদিবিচিত্র সম্পর্কের কথা। এভাবেই লেখা হয়েছে 'বিপন্ন' এবং 'চেনা অচেনা মুখ' নামের বিশাল উপন্যাস।

জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী এক সময় এসেছিলেন পূর্ববাংলা থেকে। উত্তরবাংলার জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে তাঁরকয়েক দশকের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে জীবন ও জীবিকার সূত্রে। তিস্তা পাহাড়ে দোমোহনির, ময়নাগুড়ি এবং উল্টো তীরের জলপাইগুড়ির কথা তাঁর অনেক লেখাতেই পাওয়া যাবে। আবার এখানে বসবাস করলেও ফেলে আসা পূর্ববাংলার নদী, প্রান্তর গ্রামীণ মানুষ, নদীর বুকে বহতা জীবনের কথা তিনি ভুলতে পারেন না। এখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে আছে 'স্বর্গের দুয়ারে কাঁটা', 'বিতত বিষাদ', 'অকূল গাঙের নাইয়া'। 'অকূল গাঙেরনাইয়া' সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পূর্ব বাংলার খালিয়া জুরি গ্রাম হাওর - হিজল এবং নানা উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের একটা আভাস পাওয়া যায়। তবে তাঁর উত্তর বাংলা এখন ভিন্ন রাষ্ট্রের অধীন। তবে সেই সীমানা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নেই।

অপেক্ষাকৃত তণ লেখক দিবাকর ভট্টাচার্য লিখেছেন একটিমাত্র উপন্যাস 'ভাগা ভাগির সময়'। এই উপন্যাসে জলপাই ডুয়ার্সের মানুষ প্রকৃতি আমাদের অস্তিত্বের সংকট ফুটে ওঠে অ্যান্টিনভেলের শৈলীবিন্যাসে। এই উপন্যাসটিতে আসলে প্রচ্ছন্নভাবে ফ্যাসিবাদের দানবিক চেহারা প্রতিফলিত হয় ছোট চরিত্রের দর্পণে। উত্তরের প্রকৃতি, মানুষ আর সমাজ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় নতুন কালের উপন্যাসের প্রকরণ ও প্রযুক্তির পরিচয় দেয়।

জ্যোতির্ময় ঘোষ কলকাতাবাসী লেখক মূলত প্রাবন্ধিক হয়েও জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের সঙ্গে এবং বৃহত্তর উত্তর বঙ্গের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ফুটে উঠেছে 'অচিন পাখিরে' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে ডুয়ার্সের জনজীবন, আদিবাসী সমাজ, লোকায়ত সংস্কৃতি ইত্যাদির পরিচয় উপ্যাসের চরিত্র গুলির পাশাপাশি ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মিশে থাকে।

মহুয়া মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'গহীন মানুষ হে'। পটভূমি ডুয়ার্সের আদিবাসী সমাজ, চা - বাগান এবং তার বহুবিচিত্র মানুষ। এখানে আছে আদিবাসী সমাজ, সংলাপ গান এবং পাশাপাশি উচ্চতর অভিজাত সমাজের ছবি।এখানেই উল্লেখ করতে হয় প্রদীপ দে রচিত উপন্যাস 'জীবন জিজ্ঞাসা' নাম উপন্যাসটির কথা। এই উপন্যাস আসলে একজাতীয় আত্মানু সন্ধান, যার পটভূমি উত্তরবাংলা।

উত্তরবাংলার নানা জায়গা থেকে পরিচিত - অপরিচিত বা অল্প - পরিচিত অনেক লেখক লেখিকার উপন্যাস নানা কারনেই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেনি। গত শতকের সত্তর ও আশির কাছাকাছি হাবু পাল', 'আত্রেয়ী','ওবাড়ি নেই', 'যতনে প্রেম' ইত্যাদি উপন্যাস লেখেন। সৌরেন চৌধুরী লিখেছিলেন প্রথম উপন্যাস 'অরণ্য মন অরণ্যক্ষুধা' এবং পরে 'শ্রীপুরের পাঁচালি' (১৩৯৫)। অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের প্রকাশিত উপন্যাস 'সময়ের অপেক্ষায়'। অমিতগুপ্ত বা অঞ্জন সেনগুপ্তের গল্পের বই বেরলেও উপন্যাস হাতে আসেনি। উত্তর বাংলার ছয় জেলার মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত যোগাযোগের সেতু বর্তমান জাতীয় সড়কের মতই সংকীর্ন ও ব াধাবিঘ্ন জটিল। অজিতেশ ভট্টাচার্যের মতো সম্ভাবনাময় লেখকের উপন্যাস হাতে পাইনি। পত্র পত্রিকায় বেশকিছু উপন্যাস বেরোলেও বই আকারে প্রকাশপায় না। জলপাইগুড়ির অশোক বসুর ক্ষেত্রে এমনটাই এখন পর্যন্ত সত্যি।

দার্জিলিং জেলার সংস্কৃতি অঞ্চলে নেপালি ভাষা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য থাকলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান শিলিগুড়ি এবং কাছাকাছিই অ াছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। শিলিগুড়ি শহর দেশ ভাগেরপর থেকেই বাড়তে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য, যোগাযোগর সূত্রে শিলিগুড়িহয়ে ওঠে উত্তর - পশ্চিমবঙ্গেরপ্রায় অঘোষিত রাজধানী। উত্তরবঙ্গের একদা সাংস্কৃতিক রাজধানী অবশ্য শহর জলপাইগুড়ি গুত্ব সব দিক থেকেই কমতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই গত অর্ধ - শতাব্দী ধরে শিলিগুড়ির বুকে নিত্যনতুন লেখা লেখিকা এবং নানাপত্রপত্রিকার পাশাপাশি কলকাতার দৈনিক পত্রপত্রিকাগুলোরও শিলিগুড়ি সংস্করণ বেরতে থ াকে। উপন্যাসচর্চা ক্ষেত্রে প্রথমেই হরেণ ঘোষের নাম করতে হয়। তাঁর জলা পাহাড় (১৯৬১) জল প্রপাত, শিখার স্বপ্ন, ছায়ার পাখি, নায়িকার মন, ইন্দ্র ধনুর রঙের আকাশ, কালের পুতুল, খেলাঘর, নির্বাসন, তৃষ্ণা ইত্যাদির মধ্যে 'জলা - পাহাড়' উপন্যাসের তিনটি সংস্করণ হয়েছে। এই উপন্যাসের পটভূমি পাহাড় এলাক া। দার্জিলিং এলাকার চা বাগিচা, স্থানীয় সমাজ, আবার বহিরাগতদের ছন্নছাড়া জীবনযাপন, স্থানীয় মেয়েদের অসহায়তা এখানে ফুটে ওঠে। তবে সমাজ ও সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় বিশেষ প্রাধান্য পায় না।

উত্তরবাংলার এই অঞ্চলের সুপরিচিত লেখক বিমল ঘোষ, যাঁর ছদ্মনাম চোমংলামা। দীর্ঘকাল ধরে লিখছেন উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ। তাঁর উপন্যাসে 'মধ্যদিনের মঞ্জ রী', 'জনম' (পাতার নাম জনম), 'নকশালবাড়ি'। চা অঞ্চল এবং উত্তরবাংলা সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর 'জনম' (পাতার নাম জন্ম), 'নকশ ালবাড়ি'। চাঅঞ্চল এবং উত্তরবাংলা সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর 'জনম' উপন্যাসটি। তরাই অঞ্চলের চা -শ্রমিকদের নিয়ে লেখা এই উপন্যাস

এক অন্তরঙ্গ চা বৃত্তান্ত মূলক উপন্যাস। হরেন ঘোষ এবং বিমল ঘোষের পরিচিতি বৃহত্তর বাংলা সাহিত্য।

'লাল বল' বিপুল দাসের বই আকারে প্রকাশিত উপন্যাস। যথার্থ আধুনিকতার চিহ্নবাহী এই উপন্যাসে উত্তর বাংলার মানুষ প্রকৃতি, পরিবেশগত কাঠামো, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি বিষয় যেমন আছে তেমনি আছে মনস্তাত্ত্বিকব্যঞ্জনা ও প্রতীকবাদের গূঢ় গোপন খেলা। ক্রিকেট এবং লাল বল প্রতীক হিসেবে কাজ করে। এই উপন্যাস নতুন কালের আধুনিকতা ভাষা এবং প্রতীক ব্যবহারে এক বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা লাভ করে। বিপুল দাসের 'ভুবন জোতের বাগ' বই হিসেবে পাইনি। এভাবেই আমাদের এখন পর্যন্ত পাইনি। প্রবীণ খ্যাতনামা গল্পকার অশোক বসুরও বই নেই। আনন্দ সরকারের উপন্যাস 'অন্তর্দশা বা 'হুতোমপুরে প্যাঁচা' বই আকারে পাইনি।

দেবাশিস্ চক্রতবর্তীর 'নথি' উপন্যাসটির অনেকটাই কোচবিহারের রাজ - পরিবারের অন্তঃপুরের নানা প্রেম - প্রতিহিংসা - ষড়যন্ত্র - বাসনাকামনার তথ্য বহুল কাহিনী। তবে ইতিহাস ও সাহিত্যরস এখানে সমন্বয় লাভ করেনি। প্রেক্ষাপটের বৈচিত্র থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের নীরস তথ্য প্রাণময় হয়ে ওঠেনি। এ ব্যাপারে অমিয়ভূষণ মজুমদার বরং অনেক বেশি সফল। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও অনেকে একমত হবেন না। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অসীম রায় অনেক বেশি সফল।

ঘটনা ও চরিত্রের প্রয়োজনে কলকাতার কোন কোন লেখক উত্তর বাংলার প্রেক্ষাপট ব্যবহার করেন, অবশ্য সেই লেখার মধ্যে উত্তরের মাটির ও মানুষের ভেতরের কথা থাকে না, থাকে বহিরঙ্গ কিছু নিতান্ত প্রয়োজনের কথা। এভাবেই সমরেশ বসু একটা সময়ে লিখেছিলেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি কারী উপন্যাস 'মহাকালের রথের ঘোড়া'। প্রতিভা বসু দার্জিলিঙের পটভূমি নিয়ে লেখেন 'উজ্জ্বল উদ্ধার'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব - পশ্চিম' উপন্যাসে এসে পড়ে অতীনের শিলিগুড়ি কলেজে চাকরির কথায় 'নর্থবেঙ্গল আমায় টানছিল।' মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট এই টান আন্তরিক কিনা সন্দেহজনক। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোচবিহার ও শিলিগুড়ির একটা সম্পর্ক এক সময় ছিল। তবে উত্তর বাংলার কথা কদাচিৎ আসে তাঁর লেখায়। 'মানবজমিন' উপন্যাসে প্রতীম চরিত্রের ভেতর দিয়ে শিলিগুড়ির চেহারা ফুটে ওঠে 'আগাপাশতলা কলকাতার নকল'। অথচ এই শহর ছিল একদা তারস্বপ্নের শহর। সবই বদলে গেছে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বাগডোগরা ইত্যদি ভোগ করছে এবং ভুগছে আধুনিকতার অবক্ষয় এবং ক্ষয়নে। পুলিশের চাকরি করেও নজল ইসলাম শিলিগুড়ির কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন'বকুল' উপন্যাস। এভাবেই উত্তরবাংলাকে ব্যবহার করেছেন দক্ষিণ বঙ্গবাসী একাধিক লেখক। আবার শিবরাম চক্রবর্তী যদিও শৈশবে, কৈশোরে, প্রথম যৌবনে মালদহবাসী, কিন্তু তাঁর গোটা লেখক জীবন কাটে কলকাতায়। অতীত অভিজ্ঞতা ব্যবহার হয় 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' বা অন্যান্য উপন্যাসধর্মী রচনায়। সম্প্রতি লিখছেন ডুয়ার্সের কালচিনি নিয়ে তিলোত্তমা মজুমদার উপন্যাসে ডুয়ার্সের অভিজ্ঞতার খবর তেমন ভাবে পাইনি।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয়, এই জাতীয় আলোচনা কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। উত্তরের ছ'টি জেলার কথাসাহিত্যের মধ্যে কেবল উপন্যাসচর্চার বিষয়টি বিচার করলে দেখা যায় যাঁরা চাকরিসূত্রে, পারিবারিক কারণে বা উত্তরের ভূমিপুত্র হিসেবে লেখালিখি করছেন তাঁদের মধ্যে কবিতাচর্চা, ছোট গল্প - চর্চা যতটা প্রাধান্য পেয়েছে নানা কারনেই উপন্যাস চর্চা তেমন গুত্ব পায়নি। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কারনেই অখন্ড বাংলাদেশেও উত্তর ও পূর্ববঙ্গ কিছুটা অবহেলিত ছিল উপনিবেশ পর্বে। বাংলা কথাসাহিত্যে স্বাধীনতা - পরবর্তীকাল থেকে উত্তর বাংলার গুত্ব ক্রমবর্ধমান। এখানকার পাহাড় - পর্বত, বনভূমি, চা বাগিচা, নদী বৈচিত্র্য, আর্য, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, মোঙ্গল বর্গীয় বিচিত্র জাতি - পর্যলোচনায় দেখা যাচ্ছে, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সুরজিৎ বসু, অভিজিৎ সেন, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, সমরেশ মজুমদার, সমীর রক্ষিত এবং নতুন প্রজন্মের অনেকেই উপন্যাসের বৃহত্তর পটভূমিতে উত্তরের সমাজ, সংস্কৃতি ও মানবসমাজকে বৃহত্তর বাংলাসাহিত্যের পাঠকপাঠিকাদের চেনাতেই চাইছেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com